যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৩০৪

১/ বিবিধ

আরবী

آل محمد كل تقي
ضعيف جدا

وهو من حديث أنس، وله عنه ثلاث طرق
الأولى: عن نافع أبي هرمز قال: سمعت أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله من آل محمد؟ قال: كل تقي
أخرجه أبو بكر الشافعي في " الرباعيات " (2/19/2) وأبو الشيخ في عواليه (2/34/1) وتمام في " الفوائد " (239/2) وأبو بكر الكلاباذي في " مفتاح المعاني " (149/1) وكذا العقيلي في " الضعفاء " (435) وقال
لا يتابع عليه ـ يعني أبا هرمز ـ الغالب على حديثه الوهم
قلت: قال الذهبي في الميزان
" ضعفه أحمد وجماعة، وكذبه ابن معين مرة، وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة
ثم ساق له هذا الحديث
الثانية: قال أبو بكر الشافعي: حدثنا محمد بن سليمان: حدثنا أبو نعيم حدثنا مصعب بن سليم الزهري قال: سمعت أنس بن مالك به
قلت: وهذا إسناد واه جدا، رجاله ثقات، رجال مسلم غير محمد بن سليمان هذا وهو ابن هشام أبو جعفر الخزاز المعروف بابن بنت مطر الوراق، وهو متهم

قال الذهبي: " ضعفوه بمرة. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال ابن عدي: يوصل الحديث ويسرق ". ثم ساق له أحاديث من أكاذيبه
الثالثة: عن نعيم بن حماد: حدثنا نوح بن أبي مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك به وزاد: إن أولياؤه إلا المتقون
أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 63) وقال: تفرد به نعيم
قلت: وهو ضعيف. لكن شيخه نوح بن أبي مريم كذاب فهو آفته. لكن تابعه محمد بن مزاحم: حدثنا النضر بن محمد الشيباني عن يحيى بن سعيد به
أخرجه الديلمي في " مسنده " (1/1/75) وسكت عنه الحافظ في مختصره، ومحمد بن مزاحم وهو أخوالضحاك بن مزاحم؛ متروك الحديث كما قال أبو حاتم وشيخه النضر بن محمد الشيباني لم أعرفه
وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا، لشدة ضعف رواته وتجرده من شاهد يعتبر به

বাংলা

১৩০৪। প্রত্যেক পরহেজগার ব্যক্তিই মুহাম্মাদ এর পরিবারভুক্ত।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি আনাস (রাঃ) হতে তিনটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছেঃ

১। নাফে আবু হুরমুয হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেনঃ আমি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ বলা হয়েছিল, হে আল্লাহর রসূল! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কে? তিনি উত্তরে বলেনঃ প্রত্যেক পরহেজগার ব্যক্তি।

এটিকে আবু বাকর শাফেঈ “আর-রুবাঈয়্যাত” গ্রন্থে (২/১৯/২), আবুশ শাইখ "আওয়ালী" গ্রন্থে (২/৩৪/২), তাম্মাম “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/২৩৯), আবু বাকর কালাবায়ী "মিফতাহুল মায়ানী" গ্রন্থে (১/১৪৯) ও উকায়লী "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে (৪৩৫) বর্ণনা করেছেন।

ওকায়লী বলেনঃ এ হাদীসের ক্ষেত্রে আবু হুরমুযের মুতাবায়াত করা হয়নি। তার অধিকাংশ হাদীস সন্দেহযুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাফিয যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেনঃ তাকে ইমাম আহমাদসহ একদল মুহাদ্দিস দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তাকে ইবনু মা’ঈন একবার মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আবু হাতিম বলেনঃ তিনি মাতরূক

যাহিবুল হাদীস। নাসাঈ বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

২। আবু বাকর শাফে'ঈ বলেনঃ মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আমাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি আবু নুয়াইম হতে, তিনি মুস'য়াব ইবনু সুলাঈম যুহরী হতে, তিনি বলেনঃ আমি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে শুনেছি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, বর্ণনাকারীগণ ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান ব্যতীত। তিনি হচ্ছেন ইবনু হিশাম আবু জাফার খাযযায, ইবনু বিনতু মাতার আল-অররাক নামে পরিচিত। তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী ।

হাফিয যাহাবী বলেনঃ তাকে মুহাদ্দিসগণ একেবারে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান বলেনঃ কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়। ইবনু আদী বলেনঃ তিনি হাদীসকে মওসূল বানিয়ে দিতেন এবং চুরি করতেন। অতঃপর তার কতিপয় মিথ্যা হাদীস উল্লেখ করেন।

৩। নুয়াইম ইবনু হাম্মাদ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নূহ ইবনু আবী মারইয়্যাম হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনসারী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে কিছু বাড়তিসহ বর্ণনা করেছেন "শুধুমাত্র মুত্তাকীগণ তার বন্ধু"।

এটিকে ত্বারানী "আল-মুজামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃঃ ৬৩) বর্ণনা করে বলেছেনঃ হাদীসটি নুয়াইম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি দুর্বল। কিন্তু তার শাইখ নূহ ইবনু আবী মারইয়্যাম মিথ্যুক, তিনিই এ সনদটির সমস্যা। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনু মুযাহিম তার মুতাবা'য়াত করেছেন। তিনি নাযর ইবনু মুহাম্মাদ শাইবানী হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে দায়লামী তার "মুসনাদ' গ্রন্থে (১/১/৭৫) বর্ণনা করেছেন আর হাফিয তার "মুখতাসার" গ্রন্থে কোন মন্তব্য না করে চুপ থেকেছেন। উপরোক্ত মুহাম্মাদ ইবনু মুযাহিম হচ্ছেন যুহহাক ইবনু মুযাহিম, তিনি মাতরূকুল হাদিস যেমনটি আবূ হাতিম বলেছেন। আর তার শাইখ নাযর ইবনু মুহাম্মাদ শাইবানীকে আমি চিনি না।

মোটকথা হাদীসটি খুবই দুর্বল, বর্ণনাকারীগণ খুবই দুর্বল হওয়ার কারণে এবং গ্রহণযোগ্য শাহেদ না থাকার কারণে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72183

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন